History General

Semester II

DSC 1B

Unit III - Mahmud Of Ghaznik

Shihab-ud-din Of Ghur

Sub Theme :- Nature Of Ghazni

Invasion

By

Anirup Sinha

Date :- 09/06/2020

একাদশ শতকে গজনী আক্রমণের চরিত্র বিচার কর। (10)

Ending time: 3.05 P.M. Starting time: 2.25 P.M.

উঃ— গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেও সুবিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানকে নিজের রাজ্যভুক্ত করতে পারেছিলেন। এমনকি এই দুটি ভারতীয় অঞ্চল দখল করার লিহনে মাহমুদের কোন গুরুত্বপূর্ণ বা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল না। ~~খুব সম্ভবতঃ এই দুটি অঞ্চলকে~~ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর ভারত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল? বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়টি কীভাবে দেখেছেন সেই আলোকে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

মাহমুদের সভা- ঐতিহাসিক উতবি (Utbi) প্রচার করেন যে, গজনীর ধর্মকেন্দ্র এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচার করার মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'তারিখ-ই-ইয়ামিনি' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন: "Sultan Mahmud at first designed in his heart to go to Sijistan, but subsequently Preferred to engage previously in a holy war against Hind." উতবির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন ঐতিহাসিক মাহমুদের ভারত- অভিযানকে একটা ধর্মীয় চরিত্র প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহও মনে করেন যে, সুলতান ও ধর্ম যুগপৎ মাহমুদের ভারত-আক্রমণের প্রেরণা হিসেবে বর্তমান ছিল।

কিন্তু অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব উপরিলিখিত বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁর মত মাহমুদ

ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে ধর্মীয় প্রেরণা ছিল না; ছিল ধ্বংসের উন্মাদনা।

ড. রোমিলা থাপার মনে করেন, মামুদের ভারত-আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এদেশের অপরিমেয় ঐশ্বর্য এবং পাঞ্জাবের উর্বরা সমভূমি অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। ভারতভূমিতে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য দ্বারা মামুদ পরিচালিত হননি, কারণ ভারতের থেকে মধ্য এশিয়ার রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। তাঁর রাজ্য গজনির রাজনীতির সাথে মধ্য এশিয়ার যোগ ছিল বেশি। ড. থাপার লিখেছেন, "মামুদ ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করেননি। চিন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লাভজনক বাণিজ্য থেকে তাঁর আয় হত প্রচুর। তাই ভারতে রাজত্ব করার চেয়ে মধ্য এশিয়ায় রাজত্ব করাই মামুদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ছিল।" অধ্যাপক সতীশচন্দ্র-ও মনে করেন যে, সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের সূচনাপর্ব অর্থাৎ হিন্দু শাহীরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের লক্ষ্য ছিল সীমান্তবর্তী শত্রু রাজ্যের ধ্বংস করা এবং ভারতের সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করা। অর্থাৎ তাঁর প্রাথমিক আক্রমণের পশ্চাতে ছিল পরবর্তী আক্রমণ শানানোর পথ তৈরি করার লক্ষ্যে। তাই দেখা যায় ১০১০ থেকে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ ও সোমনাথ প্রভৃতি অর্থাৎ যেখানকার মন্দিরগুলি ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। এইসব স্থান দখল করার পরেই তিনি নির্বিচারে লুণ্ঠন চালিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ভারতে সংগৃহীত ঐশ্বর্য দ্বারা শক্তি সংগ্রহ করে তিনি লিপ্ত হয়েছেন

মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে, বিজিত স্থানে নিজস্ব প্রতিনিধি বসিয়ে বা অধিকার বজায় রেখে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। এই কারণে ঐতিহাসিক স্মিথ ও সুলতান মাহমুদকে তিনি 'নিছক লুণ্ঠনকারী দস্যু' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের ধূমিঘন্ত নয়; ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল তাঁর সমুদয় অভিযানের মূল লক্ষ্য। মাহমুদের মধ্য-এশীয় নীতি ব্যাখ্যা করলে তাঁর লুণ্ঠনস্পৃহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা গেছে, ভারত অভিযানের প্রায় সাথে সাথে তিনি 'সিস্তান', 'খোরাসান', 'ঘুর' প্রভৃতি মধ্য-এশীয় রাজ্যগুলি আক্রমণ করে সেখানে স্থায়ী সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে লুঠপাট করেই তিনি ফিরে গেছেন স্বদেশে। এই বলা চলে, ভারতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন লুণ্ঠনকারী; কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় তাঁর ভূমিকা ছিল সংঘর্ষকের।

উপসংহারে বলা যায় যে, মাহমুদের আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল ভারত থেকে অর্থসম্পদ লুঠ করা। তিনি ভারতের অর্থসম্পদ মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি মুলতান ও পাঞ্জাবের ওপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, কারণ, তিনি চেয়েছিলেন এই দুটি অঞ্চলকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ হিসেবে ব্যবহার করতে।